ইত্তেফাক 145

তারিখ 11/2/78
পৃষ্ঠা ১ ও ৩

রাজধানীর কিণ্ডারগার্টেন কিভাবে চলিতেছে ?

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ঢাকা নগরের নার্সারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্কুলগুলির উপর ব্যাপক জরিপের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া এগুলির পাঠ্যসূচী ও আয়-ব্যয় সুষ্ঠু তদন্ত বা অডিট হওয়া দরকার।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটির সহিত অপরটির পাঠ্যসূচী বা ছাত্র বেতনের কোন সামঞ্জস্য নাই। বেতন কোনটিতে মাসিক ২০ টাকা আবার কোনটিতে সাড়ে ৩ শত টাকা। অনুরূপ পাঠ্যসূচীর বেলায় কোনটিতে অক্সফোর্ড, কোনটিতে দেশীয় নিয়ম অনুসরণ করা হইতেছে।

কতিপয় বক্তব্য। তন্মধ্যে শিক্ষক এবং প্রশাসনিক বিষয় অন্যতম। বর্তমানে কলেজটি মেডিক্যাল কলেজসমূহের ডিরেক্টরের অধীন।

এবং মানুষের অমূল্য জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার খাতিরে। কারণ, আর যা কিছু করা যাক, জীবন নিয়ে কানামাছি খেলা যায় না।

রাজধানীর কিণ্ডারগার্টেন

(১ম পৃঃ পর)

চারিতা অবলম্বন করে। আবার সমাজসেবামূলক কিণ্ডারগার্টেনগুলি এক শ্রেণীর খাম-খেয়ালী সমাজকর্মীর দৌরাত্ম্যে জর্জরিত।

অবশ্য রাজধানীর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' অবস্থা, কিণ্ডারগার্টেন বা নার্সারীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতেছে।

সম্প্রতি জনশিক্ষা পরিচালক পরিদফতরে এসব নার্সারী বা কিণ্ডারগার্টেনের নাম রেজিষ্ট্রারী করার জন্য এক সার্কুলার ইস্যু করা হয় এবং ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। জানা গিয়াছে যে, রাজধানীর প্রায় ১৩০টি প্রতিষ্ঠান রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে।

এ ব্যাপারে মন্তব্য করিতে যাইয়া জনশিক্ষা পরিচালক পরিদফতরের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, নার্সারী বা কিণ্ডারগার্টেনগুলি যাহাতে চলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারে সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হইতেছে।

পক্ষান্তরে সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত কিছু কিছু কিণ্ডারগার্টেন একশ্রেণীর সমাজকর্মীর খামখেয়ালীতে বর্তমানে সমস্যা-জর্জরিত। উদাহরণস্বরূপ স্বামীবাগ কমিউনিটি সেন্টারে স্থাপিত মিতালী শিশু বিদ্যাপীঠের নাম করা যাইতে পারে।

মিতালী শিশু বিদ্যাপীঠ

১৯৫৪ সালে স্বামীবাগের একটি প্রাইভেট বাড়ীতে কয়েকজন উৎসাহী মহিলার উদ্যোগে এই কিণ্ডারগার্টেন স্কুলটি স্থাপিত হয়। পরে বিবাহজনিত কারণে সেই সকল মহিলা অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় উহা 'গোপীবাগ প্রতিবেশী পরিষদের' নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরিষদ স্কুলটিকে নিজেদের একটি 'প্রোগ্রাম' হিসাবে ইহার বর্তমান ঠিকানা স্বামীবাগ কমিউনিটি সেন্টারে স্থানান্তর করে বর্তমানে এ স্কুলে ১ জন এম, এড (প্রধান শিক্ষক), ৯ জন গ্র্যাজুয়েট ও ২ জন ইন্টারমিডিয়েট, মোট ১২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ১ জন কেরানী, ৬ জন আয়া, ১ জন পিয়ন-কাম-দারোয়ান ও ১ জন সুইপার রহিয়াছেন। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৫০ জন।

কিন্তু ১৯৬৮ সাল হইতে গোপীবাগ প্রতিবেশী পরিষদের কর্মতৎপরতা বন্ধ থাকিলেও কিছু লোক প্রতিবেশী পরিষদের নামে স্কুলের উপর খবরদারী করিতে থাকেন। তাহারা একটি 'অবৈধ' ম্যানেজিং কমিটি করিয়া স্কুলপরিচালনার নামে খামখেয়ালীপনা চালাইতেছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। আবার শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তহবিল তসরুফ করিয়াছেন বলিয়াও পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যও রহিয়াছে।

শিক্ষক, শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের তরফ হইতে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে যে, একটি 'অবৈধ ম্যানেজিং কমিটি' কোনরকম কমিটি রুল না মানিয়া গঠিত হয়। প্রচলিত কমিটি রুলে রহিয়াছে অভিভাবকদের মধ্য হইতে ৩ জন সদস্য, স্থানীয় পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ১ জন, পদাধিকার বলে প্রতিষ্ঠান প্রধান সদস্য, শিক্ষানুরাগী ১ জন, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ১ জন এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান পদাধিকার বলে কমিটির সেক্রেটারী ও সদস্যদের ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। অবশ্য মিতালী শিশু বিদ্যাপীঠ যেহেতু বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সেহেতু প্রচলিত নিয়ম মানিতে বাধ্য নহে।

প্রধান শিক্ষিকাকে কমিটির সাধারণ সদস্য রাখা হইয়াছে এবং মাত্র ১ জন অভিভাবককে কমিটিতে নেওয়া হইয়াছে। ফলে মিটিং-এ প্রধান শিক্ষিকার কোন মতামত সামান্যতম মূল্য পাইতেছে না। এমনকি মাঝে-মধ্যে নাজেহালও হইতে হয়। ১টি পয়সা খরচ করিতে হইলেও সেক্রেটারীর অনুমোদন লাগে। এমনকি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি, পাঠ্য বই নির্বাচন ইত্যাদির ব্যাপারেও কোন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে জানানো হয় না—কমিটি নিজের ইচ্ছামত এই কার্য সমাধা করে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। যেমন—এবারের ভর্তির ব্যাপারেও গড়িমসি হইতেছে দেখিয়া প্রধান শিক্ষিকা মহকুমা প্রশাসককে জানান ও তাঁহার অনুমতিক্রমে ভর্তির পরীক্ষা গ্রহণ করেন।

স্কুলে বর্তমানে আয় খুব ভাল। ৬টি ক্লাসে মোট ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে এবং মাসিক বেতন ১৮ টাকা হারে মোট ৬ হাজার ৩ শত টাকা আয় হয় এবং বৎসরে কেবল ছাত্র বেতন খাতে আসে ৭৫ হাজার ৬ শত টাকা। বিল্ডিং চার্জ বৎসরে ২০ টাকা ও অন্যান্য আরও ১০ টাকা করিয়া বৎসরে আরও সাড়ে ১০ হাজার টাকা আয় হয়। তদুপরি কমিউনিটি সেন্টারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের হল ভাড়া বাবত বৎসরে আরও ১০ হাজার টাকা আয় হয়। এই হিসাবে বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ টাকা আয় হয়। ইহার মধ্যে শিক্ষক ও ষ্টাফ বেতন বাবত মাসে ৪ হাজার ৩৭ টাকা হারে বৎসরে খরচ হয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা। অবশিষ্ট ৫০ হাজার টাকা বৎসরে উদ্বৃত্ত থাকার কথা। কিন্তু সে টাকার কোন হদিস নাই বলিয়া অভিযোগ শোনা যাইতেছে।

প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলেন, এ ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তের জন্য গত ১৩/৯/৭৭ তারিখে শিক্ষা উপদেষ্টা, ৬/১০/৭৭ তারিখে মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার (দক্ষিণ), এবং মহকুমা (দক্ষিণ) প্রশাসককেও জানান হইয়াছে। তবে অদ্যাবধি কার্যকরী কোন পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হইতেছে না।

এ ব্যাপারে গোপীবাগ প্রতিবেশী পরিষদের সেক্রেটারী ও মিতালী শিশু বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারীর বক্তব্য হইতেছে স্কুলটি প্রতিবেশী পরিষদের একটি প্রোগ্রাম। স্বাধীনতার পর হইতে নানা কারণে পরিষদ নিষ্ক্রিয় থাকে এবং ১৯৭৬ সনের নবেম্বর মাসে পরিষদের এক মিটিং-এ 'বৈধভাবে' স্কুল কমিটি গঠন করা হয় ও স্কুল পরিচালনায় দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

তিনি বলেন, কমিটি যাহা করিয়াছে স্কুলের ভালর জন্যই করিয়াছে এবং কমিটির নিয়মিত মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই করা হইয়াছে।

তিনি অভিযোগ করেন যে, স্বাধীনতার পর হইতে কমিটির হাতে আসা পর্যন্ত সময়ে প্রধান শিক্ষিকা অন্যান্য শিক্ষিকার সহায়তায় কাঁচা ভাউচার দিয়া ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা খরচ দেখান। অথচ ইহার অনেক টাকাই 'আত্মসাৎ' করা হইয়াছে। বরং কমিটির হাতে আসার পর হোয়াইট ওয়াশ, বাউণ্ডারী ওয়াল ইত্যাদি করা হইয়াছে এবং এ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত ৯ হাজার ৪৭৩ টাকা ২৮ পয়সা ব্যাংকে জমা আছে।

অভিভাবকদের মধ্যে হইতেও অভিযোগ পাওয়া যায়। জনৈক অভিভাবক অভিযোগ করেন যে, স্কুলের 'তথাকথিত ম্যানেজিং কমিটি' গোপীবাগ প্রতিবেশী পরিষদের মালামাল আত্মসাৎ করিয়াছে। এখন স্কুলের আয়-উন্নতি দেখিয়া উহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে।

তিনি বলেন, স্কুলটির এই উন্নতির পেছনে বর্তমান প্রধান শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষিকার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। তিনি এ ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করেন।

11/2/78 ১/৩